মা কমলা চিত্রমন্দির নিবেদিত
শঙ্কর ঘোষ
প্রযোজিত
দোলন চাঁপা
পরিচালনা
সুজিত গুহ
রঙীন
সংগীত
কানু ভট্টাচার্য

দোলন চাঁপা

পরিচালনা ঃ—**সুজিত গুহ**। প্রযোজনা ঃ—শঙ্কর ঘোষ। সংগীত পরিচালনা ঃ—কানু ভাট্টাচার্য্য। আলোক চিত্র ঃ—কানাই দে। শিল্প নির্দেশনা ঃ—সূর্য্য চ্যাটার্জ্জী। প্রধান সম্পাদনায় ঃ—স্বপন গুহ। কাহিনী ঃ—শঙ্কর ঘোষ,

চিত্রনাট্য ও সংলাপ ঃ—শঙ্কর ঘোষ ও তপেন্দু গাঙ্গুলী। গীত রচনা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর ঘোষ। রূপসজ্জা ঃ—মনতোষ রায়। প্রধান কর্মসচীব ঃ—সুখেন চক্রবর্তী। ব্যবস্থাপনায় ঃ—জগদীশ পাল। যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় ঃ—শ্যামল ঘোষ। স্থির চিত্র ঃ—ষ্টুডিও বলাকা। সাজসজ্জা ঃ—নিমাই দাস (দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই)। কেশ বিন্যাশ ঃ—অসিত দাস (লেডিজ বিউটি কর্ণার)। প্রচার পরিকল্পনা ঃ—তপন রায়। পরিচয় লিখন ও অঙ্কন ঃ—দুলাল সাহা। ফাইট কম্পোজার ঃ—এফ, মাকরাণী (বম্বে)। নৃত্য পরিচালনা ঃ—সত্যনারায়ন (বম্বে), মাধব কিষান (বম্বে), পাপ্পু খান্না (বম্বে)। শব্দগ্রহন ঃ অনিল দাসগুপ্ত জ্যোতি চ্যাটার্জী. সৌমেন চ্যাটার্জী. অনুপ সেনগুপ্ত, রঞ্জিত দত্ত, (বুড়ো) পূর্ণ মুখার্জী। সঙ্গীত গ্রহণ ঃ—বি, এন শর্ম্মার তত্বাবধানে বম্বে ফিল্ম লেবরেটর'জে গৃহিত। শব্দ পুনর্যোজনা ঃ—হীতেন ঘোষ (রাজ কমল কলা মন্দির বম্বে), শিবনাথ ব্যানার্জীর তত্বাবধানে রূপায়ন ল্যেবরেটরজে, (ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফিল্ম ডের্ভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিডেট) পরিস্ফুটিত

প্রধান সহকারী পরিচালনা ঃ সুনিল দাস। অমিয় দত্ত, ও আনন্দ চক্রবর্তীর তত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টেক্‌নিসিয়ান ষ্টুডিওতে ও কমল রায়ের তত্বাবধানে এন, টি, ১নং ষ্টুডিওতে গৃহিত।

নেপথ্য কণ্ঠ শিল্পী ঃ—লতা মঙ্গেশকর, কিশোর কুমার, আশা ভোঁসলে, অনুরাধা পাড়োয়াল, মহম্মদ আজিজ (মুন্না), অনুপ জালোটা।

অঙ্কন উপদেষ্টা ঃ—রীণা পাল। অঙ্কন পরিকল্পনা ঃ—রূপায়ন প্রতিমা শিল্পী ঃ—মানিক পাল।

সহকারী বৃন্দ ঃ সহকারী পরিচালনা ঃ—সমীর চক্রবর্তী, প্রিয়তোষ লাহা। আলোক চিত্র ঃ—বিমল চৌধুরী, সন্দীপ সেন, কেষ্ট দাস, গোকুল পাণ্ডে, পূর্ণ মুখার্জী। সুরসৃষ্টি ঃ—ওয়াই, এস, মুলকী। শিল্প নির্দ্দেশনায় ঃ—রবি দাসগুপ্ত, অনিল খাইন। সম্পাদনা ঃ—সুভাষ মাইতি, দীপক কানক। রূপ সজ্জা ঃ—নিমাই দে, বিমল সমাদ্দার। শব্দ গ্রহণ ঃ—বাবাজী শ্যামল, প্রদীপ দত্ত, বিনোদ ভৌমিক, দেবদাস মজুমদার। ব্যবস্থাপনায় বংশী দাস, কার্ত্তিক দাস, শংকর ঠাকুর আলোক সম্পাতে ঃ—সতীশ হালদার, ভবরঞ্জন দাস, দুঃখীরাম নস্কর, তারাপদ মান্না, ব্রজেন দাস, সুনীল শর্ম্মা, মঙ্গল সিং, কাশী কাহার, অনিল পাল, হংসরাজ, বেনুধর বিসওয়াল, কাল্টু ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দ হালদার, বাউরী বন্ধু জানা জহর দাস।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—৺বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী। সোমনাথ পাল, রিনা পাল, কার্ত্তিক পাইক, জয়শ্রী পাইক, অঞ্জন চৌধুরী, শিশির দত্ত। ভবেশ কুণ্ডু। হরি প্রিয় পাল। কৃষ্ণপদ ঘোষ, নীলমনি শামন্ত, দিনেশ দে, বিজয় দে, হোসেন (নায়েব ভাই), কল্লোল সেনগুপ্ত, রবি চৌধুরী, প্রীতি মজুমদার। স্বরাজ ভট্টাচার্য্য। খোকন দে. মিড টাউন হোটেল (বম্বে), অসিত গাঙ্গুলী (বম্বে), সুখেন গোস্বামী (বম্বে)।

অভিনয়ে

সন্ধ্যা রায়, রঞ্জিত মল্লিক, রাজেশ্বরী রায় চৌধুরী, মাঃ স্বর্ণেন্দু রায়, অনুপ কুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলিপ রায়, চিন্ময় রায়, সন্ধ্যা রাণী, গীতা দে, অরুণা ইরানী (বম্বে), প্রসেনজিৎ (অতিথি), মিস্ পাপিয়া (নৃত্যে), জ্ঞানেশ মুখার্জী, বঙ্কিম ঘোষ' শৈলেন মুখার্জী, তপেন্দু গাঙ্গুলী, আনন্দ মুখার্জী, মন্মথ মুখার্জী, সমীর মুখার্জী, এফ. মাকরানী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (সি. এল. টি), সূর্য্য চ্যাটার্জী, দেব নাথ, চ্যাটার্জী, অরুণ মিত্র, অলোক ভট্টাচার্য্য, হারাধন চক্রবর্ত্তী, পরিমল বোস, কৃষ্ণ গোপাল ব্যানার্জী, মেনকা দেবী, গীতা কর্ম্মকার, মাঃ সম্রাট গুহ।

বিশ্ব পরিবেশনা ঃ—***শংকর পিক্‌চার্স***

কাহিনী

"এসেছিস্ তুই খালি হাতে যাবি খালি হাতে
বৃথাইরে তুই খুঁজে মরিস্ পরশ পাথর পথে
বিধির লিখন আছে লেখা জনম থেকে মরণ
সেই বিচারই করতে হবে হাসি মুখে বরণ।"

এই ছবির ২টো গানের মধ্যে এই গানটাই কিশোর কুমারের জীবনের শেষ গান

ছবির নায়ক চরণ (রঞ্জিৎ) মা-বাপহীন গরীব চাষার ছেলে—চাষবাস না করে এই গান গেয়ে বেড়ায় আর পরো-উপকার করে। গাঁয়ের জোতদার মৃগাংক রায় (দিলীপ রায়) নারী লোভি, অত্যাচারি গাঁয়ের রসিক খুড়োর (জ্ঞানেশ) মেয়ে চাঁপার (সন্ধ্যা রায়) উপর নজর দেয়। চাঁপা চরণের বাগদত্তা—তাই রসিক মরার আগে চাঁপা চরণের বিয়ে দিয়ে দেয়। এদিকে জোতদার রাগে একদিন গাঁয়ের বদমাইশ ছেলে কার্ত্তিককে (চিন্ময়) দিয়ে চালাকি করে তার গোপন কক্ষে চাঁপাকে নিয়ে আসে ইজ্জৎ হরণ করবার জন্য। চরণ যথাসময় এসে চাঁপাকে বাঁচায় কিন্তু সেই লড়াইয়ে জোতদার মৃগাংক রায় মারা যায়। দোষ সব চরণের নামে পরে। চরণের বন্ধু গাঁয়ের সৎ ছেলে গুপীর (অনুপ কুমার) কাছে চরণ তার অন্তঃসত্বা স্ত্রী চাঁপাকে রেখে শহর কলকাতায় পালিয়ে আসে। অভাব অনটনের মধ্যে চাঁপার ছেলে হয়। চাঁপা গুপীকে দাদার মত শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বিধির লিখন ভাইফোঁটার রাত্রিবেলা চাঁপা ও গুপীর গোপন সম্পর্ক আছে এই কথা পাড়ার প্রতিবেশীরা গুপীর মা মনোরমা দেবীকে (সন্ধ্যা রাণী) বোঝায়। তাই মা-বেটার ঝগড়া এবং বদনাম সহ্য করতে না পেরে চাঁপা কোলের বাচ্চা নিয়ে আত্মহত্যা করতে যায় নদীতে ঝাঁপ দিয়ে। এদিকে চরণ অচেনা শহর কলকাতায় এসে অনাহারে রাত্রে মাঠের ধারে শুয়ে দেখে একজন মহিলাকে গুণ্ডারা বেইজ্জৎ করছে তখন চরণ ঝাঁপিয়ে পরে মহিলাকে বাঁচায় কিন্তু নিজে জখম হয় ভীষণভাবে। যে মহিলাকে বাঁচায় সে একজন যাত্রাদলের নায়িকা এবং স্বত্বা অধিকারিণী দোলন কুমারী (রাজেশ্বরী) মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চরণকে বাঁচায়। পরে সে জানতে পারে চরণের সুর এবং গানের গলার খবর। চরণ সাময়িকভাবে আশ্রয় পাবার জন্য তার নাম পরিচয় এবং গাঁয়ের কথা সব গোপন করে, বলে সে অসহায় একা পৃথিবীতে তার কেউ নেই। দোলন কিন্তু চরণের গানের গলায় মুগ্ধ। আর তাই মন দিয়ে বসে নিজের অজান্তেই। চরণ এখন শংকর নামে যাত্রা দলের এক নম্বর গায়ক ও নায়ক। অর্থ যশ সবই তার আছে। কিন্তু তার মনের খবর কে রাখে? তার জীবনের বিধির লিখন তাকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে? দোলনের ভালবাসায় সে সাড়া দেবে—না চাঁপার স্মৃতি নিয়ে জীবন কাটাবে। তাই তো সে গায়—"বিধির লিখন আছে লেখা জনম থেকে মরণ সেই বিচারই করতে হবে হাসি মুখে বরণ।" বিধির বিচারের কথা জানতে হলে আপনাকে দেখতে হবে "দোলন চাঁপা"।

কথা—শংকর ঘোষ　　গান—১　　গায়ক—কিশোর কুমার

ওরে মন পাগল তুই কেন কেঁদে মরিস্
পরশ পাথর খুঁজতে গিয়ে বারে বারে হারিস
ওরে মন পাগল—ওরে মন পাগল
এসেছিস তুই খালি হাতে, যাবি খালি হাতে
বৃথাই রে তুই খুঁজে মরিস্ পরশ পাথর পথে
ওরে মন পাগল—ওরে মন পাগল
বিধির লিখন আছে লেখা জনম থেকে মরণ
সেই বিচারই করতে হবে হাসি মুখে বরণ
বিধীর লিখন আছে লেখা আ—আ—
কাঁদতে যদি হয় রে তোকে কাঁদ না পরে তরে
পাবার আনন্দ লুকায়ে আছে নাপাবার মাঝে
ওরে মন পাগল—ওরে মন পাগল

কথা—শংকর ঘোষ　　গান—২　　কণ্ঠ—আশা ভোঁশলে

ফুলদানিতে ফুল রয়েছে এ—এ
পেয়ালাতে সুরা রে
পেয়ালাতে সুরা
রসের নাগর আসলে কাছে
দেব আমি ধরা—আ—আ
কাছে আমার আসলে পরে-এ
হো—কাছে আসলে পরে-এ
নেশায় তুমি বিভোর হবে—এ—এ
সুরার নেশা মিলিয়ে যাবে—এ—এ
পরশ আমার পেলে এ—রে
চোখে আমার নেশা আছে-এ
বুকে ভালবাসারে—এ—এ
উজার করে নেওগো যদি—ই—ই
দেবো না তো বাঁধা রে-এ

কথা—পুলক ব্যানার্জী　　গান—৩　　কণ্ঠ—অনুপ জালোটা

গোপালকে দড়ি বেঁধে রাখিস্ নে—এ—এ
ছেড়ে দে মা জননী ই—ই—ই
মাখন চুরি করুক গো—ও—পাল
চুরি করে খাক ন - ও—নী—ই—ই
ও যশোদা—আ—আ—আ—আ
ও যশোদা—আ—মা—

ওর ছেলে বেলা চলে গেলে আর তো পাবি না—আ—আ—
আর তো পাবি না—আ
দই-এর হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেলে খেলুক
এখন নীলমনি—ই—ই—ই
দেখ মুখে চোখে দই মেখে তাকিয়ে আছে কিভাবে
কিছু যেন জানে সে শান্ত সে কত স্বভাবে এ—এ
ও যশোদা মা আ—আ—আ—আ
ও যশোদা মা—আ
ঐ দুষ্টটাকে সাজা দিয়ে লুকিয়ে কাঁদিস না আ—আ—
লুকিয়ে কাঁদিস না—আ
করবি কিার, মা বলে সে, ডাকে যদি এখনই—ই—ই

কথা—পুলক ব্যানার্জী গান—৪ কণ্ঠ—মহঃ আজিজ

প্রথমেই চোখ পরে ঐ চোখ দুটোয়
যেখানে কালো মেঘের ঘটা ঘন ঘো—ও—র—
বিজলী অ—ঝো—ও—র
তার পরে তে দেখি মুখের ছাঁদ
পানের পাতা ও মুখ যেন জ্যোৎস্না ভরা চাঁ—আ—দ
আমি সারা নিশি যাকে নিয়ে থাকি গো বি—ভো—র
তার পরে তে চোখ পরে লাজুক ঠোটের হাসি
আমি ফুলকে ভালবাসি যে তাই
সেইখানেতে দেখতে যে পাই
পলাশ রাশি, রাশি, পলাশ রাশি রা—অ—শি
দেখি তোমার মাথার কালো চুল
কৃষ্ণ সাগর ভাবতে থাকে মোন করে না ভু—উ—ল
শুধু মোনের মধু চোখ বুজে পান করে এ ভ্র—ম—র

কথা—পুলক ব্যানার্জী গান—৫ কণ্ঠ—কিশোর কুমার

আমার ও তো গান ছিল সাধ ছিল মনে-এ
সরস্বতীর চরণ ছুঁয়ে থাকবো জীবনে-এ
জানিনা কি অপরাধে শোনাতে সে গান
বাঁধা বিনা ছিঁড়ে গেল ভেঙ্গে গেল প্রাণ
কত সুখ পেল বিধি তার এ লিখনে—এ—এ—এ
তোমাদের কাছে শুধু জেনে যেতে চাই
নিয়তীর চেয়ে বড় কিছু কি গো নাই
ভালবাসা রাজার রাজা নয় কি ভুবনে—এ—এ—এ
ভালবাসা নিয়ে এসো কাছেতে আমার
সুর খুঁজে পাবো আমি কণ্ঠে আবার
জ্বালাবো আলোর শিখা আঁধারের কনে
আমারও তো গান ছিল সাধ ছিল মনে
সরস্বতীর চরণ ছুঁয়ে থাকবো জীবনে

কথা—শংকর ঘোষ গান—৬ কণ্ঠ—লতা মঙ্গেশকর

আমারও তো সাধ ছিল, আশা ছিল মনে
ভালবাসা নিয়ে তুমি আসবে জীবনে
তোমাকেই সপে দিয়ে মোন আর প্রাণ
জেনেছি গো ভালবাসা বিধাতারই দান
তবে কেন দিলে ব্যাথা
তুমি এই মোনে—এ—এ—এ
বিধাতার কাছে শুধু কেঁদে বলে যাই
দুঃখ ছাড়া তব কাছে কিছু কি গো নাই
পার না কি দিতে সুখ তুমি এই মোনে—এ—এ—এ
ভালবাসা দেও ওগো মোনেতে সবার
ভূবন টা ভরে উঠুক আলোতে আবার
ফুটুক আশার আলো
নিরাশারই মোনে—এ—এ—এ

কথা—শংকর ঘোষ গান—৭ কণ্ঠ—অনুরাধা পাড়োয়াল
সহ—আজিজ (মুন্না)

গুরু জনে প্রনাম করি
আমার এ গান ধরি
আমার মাকে প্রণাম করে
আমি মায়ের কাছে গান ধরি।
তোমরা বল আমার কাছে কে বড়
আমার মা না, মাটির প্রতিমা
খোকন তুমি বড্ড বোকা
শেখনি কি এ কথা
মায়ের নেইকো ছোট বড়
কখন সে দুর্গা, কখন সে কালী
কখন সে বিশ্ব জননী
আবার কখন সে গর্ভধারিনী
মোরা এই কথাটাই জানি
মা, এতো কেমন বিচার
তুই হোলি মা বিশ্ব জননী

আর সারা জীবন কষ্ট সয়ে
মা আমার জনম দুঃখিনী
আমার দুঃখে কাঁদে নাতো মাটির ঐ মা
কাঁদে আমার গর্ভধারিনী
তোমরা বল আমার কাছে কে বড়
আমার মা, না, মাটির প্রতিমা।
খোকন আমি জানিনা
তুমি কোন মায়েই ছেলে
পেয়েছেন তিনি অমূল্য রতন
তোমায় গর্ভে ধরে
আসরেতে হেরে গিয়ে আমি এগান গেয়ে যাই
তোমার কাছে তোমার মাই বড়
যে যাই বলক ভাই

আমাদের পরবর্তী আকর্ষণ

বিরাট শিল্পী সমণ্বয়ে বাংলা চিত্রজগতে
প্রথম এক বিরাট ছবি

ভিক্টর, হিব্বা রানা (বম্বে), তনুজা (বম্বে)
অসিত সেন (বম্বে) সৌমিত্র, উৎপল,
মনোজ, সুমিত্রা

আ গু ন

ঃ কাহিনী, চিত্রনাট্য পরিচালনা ঃ

ভিক্টর ব্যানার্জী

পরিবেশনা—এস, আর, এস, পিকচার

বুকিং—শংকর পিকচার